দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

02

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করুন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন, গণতন্ত্রকে সুসংহত দারিদ্র বিমোচন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচীকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য দলমত নির্বি শেষে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ভাষণ

(১ম পৃঃ পর)

হিসাবে চালু করার উপলক্ষে গতকাল সন্ধ্যায় বেতার-টিভিতে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। আজ ১লা জানুয়ারী হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসাবে চালু করা হইতেছে।

দেশবাসীকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাইয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁহার ভাষণে বলেন, আজকের দিনটি বিদ্যালয় পর্যায়ে নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইহা একটি স্মরণীয় দিন। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু গত নয় বছরে শিক্ষার হারের বস্তুতঃ কোন অগ্রগতিই হয় নাই। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

কেবল নিরক্ষরতা দূরীকরণই নয়, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন আমাদের একটি অন্যতম মূলনীতি। শিক্ষা খাতে তাই সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। সেই সাথে গ্রহণ করা হয়েছে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি এবং উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্যাপক কর্মসূচী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুব শীঘ্রই চালু করা হইবে। ইহার ফলে যাহারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত, তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইবেন। তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। আমাদের শিক্ষিতের হার মাত্র ২৫ শতাংশ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক

যাহারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাহাদের শতকরা ৬৫ ভাগ আবার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠার আগেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেয়। ফলে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য ইহা অত্যন্ত অবমাননাকর। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোর দিকে নিয়া যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চালু করিয়াছিলেন বহুল প্রশংসিত গণশিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৮২ সালের পট পরিবর্তনের পর ঐ কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম পর্যায়ে ১৯৯২ শিক্ষবর্ষে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি উপজেলাকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হইয়াছে। আগামী দুই হইতে তিন বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলা এই কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হইবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন একটি কঠিন দায়িত্ব। এই দুরহ কাজে আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করি। এই লক্ষ্যে ওয়ার্ড, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এসব কমিটি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবে বলিয়া আমি আশা করি।